মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
www.dhakaeducationboard.gov.bd

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাভুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৫/২০১৩ তারিখে শাঃ৬/১৩ বিবিধ-২৮/২০০৭/৪০৯-শিক্ষা নং পত্রে জারিকৃত একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা ২০১৩ অনুসরণ করতে হবে।

১। ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ-

১.১ ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে দেশের যে-কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (১.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথা ঃ

(ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি ;
(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং
(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

২। প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি ঃ-

২.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

২.২ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদরের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% উল্লিখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

২.৩ বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজগুলোতে ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% জেলা সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে।

২.৪ দফা (২.২) ও (২.৩) এ উল্লিখিত ৯০% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

২.৫ (ক) GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (৯ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ৯ × ৫ = ৪৫ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)।

(খ) বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপি বিবেচনায় আনতে হবে।

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ ও রসায়নে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট গ্রেড পয়েন্ট একই হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(চ) দফা (ক) থেকে (ঙ) এর আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ না করা গেলে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত মোট নম্বর ও বর্ণিত একই নিয়মে বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।

২.৬ **এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষর্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।**

২.৭ নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে প্রত্যন্ত/অনগ্রসর অঞ্চলে সহশিক্ষার কলেজে প্রয়োজনে ছাত্রীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা যাবে।

২.৮ কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

২.৯ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা একই দিনে (দফা ৬ এর গ'তে বর্ণিত) প্রকাশ করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।

৩। অন লাইনে ভর্তি ঃ-

৩.১ ৩০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর অনুমতি আছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানে বোর্ডসমূহ অন লাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিবে। তবে ৫০০ জনের বেশি হলে অবশ্যই অন লাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি ঃ-

৪.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়) ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করবে। বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজসমূহে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজের নোটিস বোর্ডসহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র অথবা এসএমএস আহ্বান করবে।

৪.৩ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৪.৪ আবেদনপত্র/এসএমএস প্রাপ্তির পর কোন কলেজ এ নীতিমালা অনুযায়ী তার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের একটি মেধাক্রম তালিকা এবং মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম ২৫% অপেক্ষমান মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিস বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, উক্ত অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ভর্তি করতে হবে।

৪.৫ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্র্যান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৪.৬ ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হতে ভর্তির জন্য আবেদন ফরমের মূল্য এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ১২০.০০(একশত বিশ) টাকা নগদে অথবা এসএমএস-এর ক্ষেত্রে টেলিটকের সিমের ব্যালেন্স থেকে কর্তন করে গ্রহণ করা যাবে। এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের ১০% টেলিটক, ৫% সংশ্লিষ্ট বোর্ড এবং অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পাবে।

৪.৭ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৮ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্ত অনুমোদিত ফি গ্রহণ করতে হবে, যথা ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০.০০
২.	ক্রীড়া ফি	৩০.০০
৩.	রোভার /রেঞ্জার ফি	১৫.০০
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	২০.০০
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতিষ্ঠান প্রতি)	২০০.০০

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে, যথা ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১.	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
২.	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০.০০
৩.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০

৪.৯ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উপরোল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাত ওয়ারী গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৫। কলেজ কর্তৃক শিক্ষা বোর্ডে ফি জমাদানের নিয়মঃ-

৫.১ ভর্তি সংক্রান্ত প্রদেয় সকল ফি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে ডিডি করে উক্ত ডিডি একটি ফরওয়ার্ডিং এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে তৈরিকৃত হিসাব বিবরণীসহ (৫.২ এ বর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী) বোর্ডের হিসাব আয় শাখায় জমা দিতে হবে।

ধরন	(শিক্ষার্থীর সংখ্যা ×শিক্ষার্থী প্রতি মোট ফি) + (ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি)	মোট
বিলম্ব ফি ছাড়া	(শিক্ষার্থীর সংখ্যা ×১৯২/-)+ ২০০/-	
বিলম্ব ফিসহ	(শিক্ষার্থীর সংখ্যা ×২৪২/-)+ ২০০/-	

* যে সকল শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি রয়েছে তাদের পাঠবিরতি ফি আলাদা ডিডি'র মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

* বিলম্ব ফি ছাড়া রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের সময় বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি জমা দিতে হবে। তবে বিলম্ব ফিসহ রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের সময় পূর্বের রশিদটি প্রদর্শন করতে হবে।

৫.২ ফি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপট/নম্বরপত্র বোর্ডে জমাদানের সময়সূচিঃ-

জেলার নাম	বিলম্ব ফি ছাড়া জমার তারিখ (যাদের ডিডি'র তারিখ ৩০/০৬/১৩ বা তার পূর্বে)	বিলম্ব ফিসহ জমার তারিখ (যাদের ডিডি'র তারিখ ১১/০৭/১৩ বা তার পূর্বে)
ঢাকা মহানগরী	০৯/০৭/২০১৩	১৮/০৭/২০১৩
ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর	১০/০৭/২০১৩	২১/০৭/২০১৩
নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ	১১/০৭/২০১৩	
ফরিদপুর, জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা	১৪/০৭/২০১৩	২২/০৭/২০১৩
টাংগাইল, শরিয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট	১৫/০৭/২০১৩	

৫.৩ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও ডিডি জমাদানের সময় পরিশিষ্ট ক-তে বর্ণিত ছকটি পূরণ করে কলেজ শাখায় জমা দিতে হবে।

৬। **ভর্তি, ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন ঃ-** (১) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক্রমিক	**বিষয়**	**তারিখ**
ক.	ভর্তির আবেদনপত্র/ এসএমএস গ্রহণের তারিখ	১৮/০৫/২০১৩ থেকে ০৬/০৬/২০১৩
খ.	পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির আবেদনপত্র/ এসএমএস গ্রহণের তারিখ শেষ তারিখ	১০/০৬/২০১৩
গ.	ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৬/০৬/২০১৩
ঘ.	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ডিডি করার শেষ তারিখ	৩০/০৬/২০১৩
ঙ.	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৭/২০১৩
চ.	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের তালিকা, রেজিস্ট্রেশন ফি ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১৫/০৭/২০১৩
ছ.	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ডিডি করার শেষ তারিখ	১১/০৭/২০১৩
জ.	বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের তালিকা, রেজিস্ট্রেশন ফি ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২২/০৭/২০১৩
ঝ.	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	২৫/০৭/২০১৩
ঞ.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ডিডি করার শেষ তারিখ	০৫/০৯/২০১৩
ট.	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ডিডিসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	১২/০৯/২০১৩
ঠ.	পূরণকৃত eSIF submission এর তারিখ	০৭/০৯/২০১৩ থেকে ০৭/১০/২০১৩

৭। **কলেজ পরিবর্তন ঃ-**

৭.১ যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ২ এর বিধানমতে কোন কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৬ ক্রমিক (ছ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফিসহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে তার ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লিখিতরূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ তার ভর্তি বাতিল পূর্বক জমাকৃত তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দিবে (এ ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন নেই)।

৭.২ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড জমা দিতে হবে।

৭.৩ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্র্যান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক বা তাদের অভিভাবক যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্র্যান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না।

৮। অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ-

৮.১ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন কোন কলেজে কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। সকল বোর্ড এক্ষেত্রে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯। নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ–

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৯.২ এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এমপিও ভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
প্রফেসর তাসলিমা বেগম
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

নং - ২৬৫(৬) তারিখ ঃ ১৬/০৫/২০১৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক (সকল প্রতিষ্ঠান)
৫। পিএস টু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ,ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

১৬/০৫/২০১৩
ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ic@dhakaeducationboard.gov.bd

পরিশিষ্ট-ক

প্রতিষ্ঠানের নাম :

জেলার নাম :

কলেজ কোড : EIIN:

শিক্ষার্থীদের ধরণ : বিলম্ব ফি ছাড়া ☐/ বিলম্ব ফিসহ ☐

শাখা	বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ট্রান্সক্রিপ্ট সংখ্যা
বিজ্ঞান			
মানবিক			
ব্যবসায় শিক্ষা			
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			
		সর্বমোট ট্রান্সক্রিপ্ট	

প্রত্যেক ট্রান্সক্রিপ্টের বিপরীত পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের সিলমোহর ও শিক্ষার্থীর শ্রেণি রোল উল্লেখ থাকতে হবে।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও সীল